সংবাদ

তারিখ ... 15 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

সোমবার রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎকণ্ঠিত অভিভাবকরা (বাঁয়ে), পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীরা (ডানে) —সংবাদ

সরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শেষ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শেষ হলো রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষা। গতকাল সোমবার ২৪টি সরকারি স্কুলের মধ্যে 'গ' গ্রুপভুক্ত শেষ ৮টি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে এক সপ্তাহ পর। এখন সপ্তাহজুড়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের টেনশন, অপেক্ষার পালা।

গতকাল ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও তেজগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখা গেছে, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন অভিভাবকরা, তীব্র প্রতিযোগিতার মাঝে সন্তান ভর্তি হতে পারবে তো? ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে মহিউদ্দিন আহমেদ নামে একজন অভিভাবক বললেন, এক সপ্তাহ পর ফলাফল দেবে শুনেছি। ততদিন টেনশন থাকবে। ভর্তি হতে পারলে ভাল, না হলে কোথায় ভর্তি করতে পারব, সে নিয়েই দুশ্চিন্ত

শেষ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

শেষ ঃ ভর্তি পরীক্ষা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

য় আছি। তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে কথা হলো মালেকা বেগম নামে একজন অভিভাবকের সঙ্গে। তার ছোট্ট মেয়ে তামিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে। তিনি জানালেন, ফলাফল ঠিকমতো হলে তো ভাল। কিন্তু শুনছি তদবির শুরু হয়ে গেছে। এর মাঝে বাচ্চার ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা তো থাকবেই।

উল্লেখ্য, গত বছর শুরু হওয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় এ বছরও রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে মেধাবীদের সুযোগদান এবং তদবির এড়ানোর জন্যই গতবছর থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ চালু হয়।

২৪টি স্কুলে ৭ হাজার ৪শ' ১১টি শূন্য আসনের বিপরীতে ৩১ হাজার ৮শ' ৫জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। গড়ে প্রতি আসনের জন্য ৪ জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। প্রধান স্কুলগুলোর মধ্যে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে ৩ হাজার ৮শ' আসনের জন্য ২শ' ৮৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। গড়ে প্রায় ২৪ জন এই স্কুলে প্রতি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এটিই ছিল এ বছর রাজধানীতে সরকারি স্কুলে সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা। এছাড়া মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪শ' ২৮টি আসনের জন্য ২ হাজার ৬শ' ৪২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এটি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার। স্কুলগুলোর ভর্তি ফরম বিক্রির ও জমার পরিমাণ অনুযায়ী সরকারি স্কুলগুলোতে এ বছর মোট ভর্তিচ্ছুদের মাত্র ২৩ শতাংশ ভর্তির সুযোগ পাবে।